ইনকিলাব

তারিখ ... 14 JAN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৩ ...

গ্রন্থাগার বর্ষ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত বুধবার ঢাকা বইমেলা উদ্বোধনকালে ২০০৩ সালকে "গ্রন্থাগার বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, জাতির মনন চর্চা ও মানস গঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। অতীত ও বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালা হল গ্রন্থাগার বা পাঠাগার। প্রধানমন্ত্রী গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এবং সবাইকে বই কেনা, বই পড়া ও প্রিয়জনকে বই উপহার দেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে বলেন, পাঠক থেকে শুরু করে গ্রন্থ জগতের সঙ্গে জড়িত সকলেই চলতি বছরটিতে পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় হবেন বলে আমি আশা করি। প্রধানমন্ত্রীর এই পরামর্শ ও এই আশাবাদ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি- সকল পর্যায়ে মননচর্চা আবশ্যক, আবশ্যক মানস গঠন। তা না হলে কোন ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি অর্জিত হয় না। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না, বই এবং পাঠাগার- এই দু'টিই আমাদের জন্য অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পাঠাগার গড়ে তোলা এবং বই ক্রয়, বই পাঠ সম্পর্কে যে গুরুত্বারোপ করেছেন, তার পশ্চাতে রয়েছে এই অপরিহার্যতার তাগিদ।

চৌদ্দ কোটি মানুষের এই দেশে শিক্ষাঙ্গনকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার এবং শিক্ষাঙ্গন বহির্ভূত সরকারী ও বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগার বা পাঠাগার- কোনটাই প্রয়োজনানুপাতে নেই। প্রতিটি শিক্ষালয়ে গ্রন্থাগার থাকা অপরিহার্য হলেও মফস্বলের স্কুল-কলেজগুলোতে গ্রন্থাগার থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামমাত্র। এমনকি, রাজধানীসহ বড় শহরগুলোতেও বেসরকারী পর্যায়ে এমন এমন স্কুল-কলেজের সংখ্যাও কম নয়, সেখানে নামমাত্র গ্রন্থাগার বা পাঠাগার রয়েছে। এছাড়া, সরকারী ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাঙ্গনের মধ্যেও এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম নয়, যেখানে গ্রন্থাগার আছে, গ্রন্থাগারে বইও আছে এবং গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযোগী স্টাফ নেই। অন্যদিকে, প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যাও কম। বেসরকারী পর্যায়ে গ্রন্থাগার বা পাঠাগারের অস্তিত্বও প্রায় ক্ষেত্রে নামমাত্র। এছাড়া, বিভিন্ন সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী অফিসাদিতে যে গ্রন্থাগার বা পাঠাগার তা-ও বলতে হয় নামমাত্র। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশে প্রয়োজনীয়সংখ্যক গ্রন্থাগার বা পাঠাগার নেই। আর যা-ও আছে- সেগুলোও সচল নয়, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পাঠকদের পাঠ-তৃষ্ণা নিবারণের ব্যাপারে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সক্রিয় নন।

গ্রন্থাগার বা পাঠাগার সম্পর্কে চরম উদাসীনতা ও অবহেলার এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক চলতি বছরকে 'গ্রন্থাগার বর্ষ' ঘোষণা এবং দেশব্যাপী গ্রন্থাগার বা পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান নিঃসন্দেহে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্বারোপ হিসেবে গণ্য হবে। তবে, কার্যকরভাবে পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তুলে গ্রন্থাগার বর্ষকে সফল করতে হলে পাঠাগার গড়ে তোলার নতুন উদ্যোগের পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গন এবং সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলোর বিরাজমান অব্যবস্থা ও দৈন্যদশার অবসান বাস্তবোচিত, কার্যকর পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে। পাঠাগার আন্দোলন প্রসঙ্গে বলতে হয়, এরকম আন্দোলনের উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে গৃহীত হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে সরকারী সহায়তা ছাড়া অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। উল্লেখ্য, জাতীয় গ্রন্থবর্ষ হিসেবে ঘোষিত বিগত বছরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলোকে প্রায় ২ কোটি টাকার অনুদান এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমেও এক হাজারের বেশী বেসরকারী গ্রন্থাগারকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে। এই অনুদান ও সাহায্য কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা এবং গ্রন্থাগার বা পাঠাগারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আছে কিনা- তা মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিটি উপজেলায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার স্থাপনের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার শাহাদাত বরণের পর তা পরিত্যক্ত হয়। সেই উদ্যোগটি গ্রন্থাগার বর্ষে নতুন করে চালু করা যায় কিনা তা সরকার যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখবেন বলে আমরা আশা করি।